জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত
সেমিনার প্রতিবেদন ২০২২

“১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত
সেমিনার প্রতিবেদন ২০২২

"১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান"

তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২২
স্থান: আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ (৪র্থ তলা)

ধারণাপত্র উপস্থাপক
প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
২১ আগস্ট, রবিবার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
সেমিনার প্রতিবেদন ২০২২

“১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান”

সম্পাদক
প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

যুগ্ম-সম্পাদক
মোঃ আজহারুল আমিন

সহ-সম্পাদক
নিগার সুলতানা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

"১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ২১শে আগস্ট ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক "১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন আমাই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। তিনি সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, অনলাইনে যুক্ত বিশেষ অতিথি, প্রবন্ধ উপস্থাপক, সেমিনারের সভাপতি এবং অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, "১৫ আগস্ট মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়, এক বেদনাদায়ক ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নৃশংস ঘটনা আর কখনোই ঘটেনি। এই বিস্ময়কর ঘটনার পর সবকিছু যেন স্তব্ধ ছিল। একটি বিস্ময়কর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তখন দেশ চলছিল। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহম্মেদ এক অনুষ্ঠানে প্রথম এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম প্রতিবাদী কবিতা লেখেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। তিনি আরো বলেন, "আশির দশকের শুরুর দিকে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর উচ্চারিত একটি বাণী আমার কানে এখনও বাজে। তা হলো- 'হত্যাকারীদের মনে রাখা উচিত, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশি শক্তিশালী'।" বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক বিস্ময়কর মানব, সাহসের প্রতিভূ, অকুতোভয় বীর বাঙালি। পরিশেষে তিনি বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ আলোচনার শুরুতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে চিরতরে সাথী হয়ে সেদিন হত্যার শিকার তাঁর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, দুই পুত্রবধূ, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অন্যান্য যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, বাঙালির বহুকালের স্বপ্ন একটি পৃথক জাতিরাষ্ট্রের। কাব্যে, সংস্কৃতিতে, সংগীতে, প্রতিভায়, ইতিহাস চর্চায় – সর্বত্র হাজার বছরের যে বঞ্চনার কথা,

বাঙালির যে করুণ বসতি, পৃথক পৃথক Tribe-এর মধ্য দিয়ে যে বসতি-ক্রমবসতির সেই যে ক্ষেত্র সেটিকে ক্রমান্বয়ে যখন একটি সমাজ দায়বদ্ধতার দিকে এগিয়ে যায়, তখন সেই সমাজবদ্ধতায় দলপতি, নেতৃত্ব এসব নানাভাবে তৈরি হয়। এদেশের নানা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেই জনগণের নেতৃত্ব এভাবেই গড়ে উঠেছে। সেই নেতৃত্ব মানবাধিকার থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে সমাজ গঠনের প্রতিটি ক্রমবিকাশে অনুধাবিত হয়। এভাবেই এ অঞ্চলের মানুষ ক্রমান্বয়ে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের পদে পদে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে। স্বকীয়তার স্বপ্ন দেখেছে। আবার একই সাথে বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এই বঞ্চনা ও নিপীড়নে থাকার যে বাস্তবতা তার মধ্য থেকেই নানা সময়ে সংগ্রামী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এটি আমরা ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী ইতিহাসে যেমন দেখি, প্রাচীন ইতিহাসেও তেমন দেখা যায়। সেই ধারাবাহিকতায় নেতৃত্বের বিকাশের নানা পর্যায়ে – সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন মূলত তাদের সবার ভাবনাকে সম্মিলিত করে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র এবং স্বকীয়তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার পুরোটাকে একসাথে ধারণ করে যে মহামানব তৈরি হয়েছিলো – তিনি এই জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, "বঙ্গবন্ধুর অনন্য গুণ হলো - তিনি পুরো বাঙালি সত্তাকে একটি সমষ্টির মধ্যে আনার অপূর্ব ক্ষমতা রেখেছিলেন। সে ক্ষমতা তার ভিতরে এসেছে নিবিড় ভালোবাসা থেকে। তিনি বাঙালিকে তাঁর প্রাণ উজাড় করে, গভীর থেকে গভীরতর পর্যায় থেকে হৃদয় নিংড়ানো যে ভালোবাসা, সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা - সে ভালোবাসা দিয়েছেন। ক্রমবসতির নিভৃতের যে মানুষ তার রং ভিন্ন, তাঁর বাঙালি সত্তা ভিন্ন। তারপরও তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীন সত্তার জন্য কী প্রয়োজন এবং সেটিকে ধারণ করে এক অপূর্ব মহিমায় তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সবকিছুকে ছাড়িয়ে একটি সত্তায় বাঙালিকে আনলেন। এরই নাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে স্বকীয়তা, সেই স্বকীয়তা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে বাঙালিকে আলাদা করে। আলাদা এই কারণে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি হওয়ার মূলে ছিল ধর্ম। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জানতেন, আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের মূল উপসর্গ ধর্ম নয়। মূল উপসর্গ হলো Nationalism বা জাতীয়তাবাদ এবং এটি সংস্কৃতি সংজাত; এটি ভাষা, এটি সংস্কৃতি, এটি মানুষের মমত্ববোধ, এমনকি খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছু। এগুলোকে তিনি ধারণ করে বাঙালির স্বকীয়তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অপূর্ব মহিমায় সন্নিবেশিত করেছেন।"

আলোচনার ধারাবাহিকতায় প্রবন্ধ উপস্থাপক উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের শুরুতেই বলেছেন যে, বাঙালি বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনার নিগ্রহ থেকে তিনি এদেশের মানুষকে মুক্ত করার কঠিন শপথে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। তিনি জানতেন বাঙালিকে এক করার এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র করার মূল স্তম্ভ - ৪টি। তিনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রণয়ন করলেন যে অপূর্ব ও আধুনিক সংবিধান, সেটি পৃথিবীর অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রই তৈরি করতে পারেনি। এ আধুনিক সংবিধানের মধ্যে স্তম্ভ হিসেবে গেঁথে দিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি এবং

বিশ্ববাসীর ভালোবাসার প্রধান কারণ হলো - তিনি রাজনৈতিক দর্শন কী তা জানতেন। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে একটি জাতিরাষ্ট্রের সুরক্ষা ও মর্যাদাকে সমুন্নত করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাইতো তিনি স্পষ্টভাবে বলতে পেরেছিলেন, "পৃথিবী আজ দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।" প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, "এই যে বঙ্গবন্ধুর শোষিতের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সেটি পৃথিবীর বিশ্বগার্হস্থ্যকে বিশ্লেষণ করে একটি জায়গায় এসেছে। এটি কঠোর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রবল অবস্থা। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যবস্থা যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি সম্প্রসারিত রূপ সারা বিশ্ব দেখছে; বিশ্বব্যবস্থায় যখন পুঁজিবাদের আগ্রাসন একচেটিয়া, বিশ্বে যখন একটা পৌনঃপুনিক Capitalism এর বিকাশ ঘটছে; সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যবস্থার প্রতি এক রকম বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন একজন মহানায়ক, একজন মহাপুরুষ, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সদ্য স্বাধীন একটি জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা ও প্রবর্তক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শোষিতের পক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি এটি বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বলেছেন, 'সমাজ গড়ার জন্য নিজস্ব আদলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে হবে'। নিজস্ব আদল কী, তিনি তা জানতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি কোন জায়গা থেকে ধার করে বা ভাড়া করে ইজম আনি না। আমি আমার নিজস্ব ইজমে বিশ্বাস করি।' বাঙালি সত্তাকে জাগ্রত করতে হলে নতুন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, তার আলোকে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজকেও আমরা যেসব Welfare Policy গ্রহণ করি সেগুলো আর কিছু না, সেগুলো বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি অথবা সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক সমাজের যে সন্নিবেশন তার সমন্বয়। পৃথিবীর আধুনিক জাতিরাষ্ট্র আজকে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নিপতিত তখন বারবার ঐ মিশ্র অর্থনীতির কাছে ফিরে যেতে হয়। সেটি সত্তর দশকে বঙ্গবন্ধু আত্মস্থ করেছেন যেটি ২০২২-এ এসেও আজকে প্রাসঙ্গিক। তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা, যে ভালোবাসা তা বিশ্বজনীন স্বীকৃতি, ৭ই মার্চের ভাষণকে যে বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা অথবা তাঁর ভাষণকে বিশ্বের অমূল্য ভাষণ হিসেবে গ্রন্থিত করা-এর পেছনে মূল জায়গাটি ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন। আর তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল স্পষ্ট। তিনি নিজেই বলেছেন 'আমি চিবিয়ে চিবিয়ে আমচে আমচে করে কথা বলি না যা বলি স্পষ্ট করে বলি'। আসলে তো তাই, 'স্পষ্ট অবস্থান'। এই বিশ্ব মোড়ল ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে বিকাশ তার বাইরে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যে নতুন সমাজ ভাবনার কথা বলেছেন, এখানে স্পষ্ট বঙ্গবন্ধুর শুধু একটি রাজনৈতিক দল- 'আওয়ামী লীগ', একটি ছাত্র সংগঠন- 'ছাত্রলীগ', একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা - 'বাংলাদেশ'-এর যে কোন একটি কার্য তিনি সম্পন্ন করেও যদি চলে যেতেন তাহলেও তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেই থাকতেন। কিন্তু সৌম্য চেহারার বিশালদেহী মানুষটি কত অল্প সময়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে একের পর এক ধেয়ে চলেছেন সমাজ বিপ্লব, সমাজ পরিবর্তন ও Structural Change-এর দিকে। এরকম বিরল নেতৃত্ব এবং Charismatic Leader পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম। যেখানে একজন ব্যক্তি একটি বক্তৃতায় একটি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি, একটি সংগঠন সৃষ্টি, একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন। অনেকেই বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*, *আমার দেখা নয়াচীন* পড়েছেন, দেখেছেন, জেনেছেন। তাঁর এসব রচনায় ভাষাশৈলির ব্যবহার, লেখনী গাঁথা,

বর্ণনা, সত্য উচ্চারণ এবং এর মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান, বস্তুনিষ্ঠতা এগুলো যেমন অসাধারণত্ব লাভ করেছে তাতে সব বাদ দিয়ে তিনি যদি শুধু লিখতেন তাহলেও তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে বড় মাপের লেখক হয়ে উঠতেন। আসলে যাঁর হৃদয় জুড়ে মানুষের জন্য ভালাবাসা, সেখান থেকে একের পর এক সমাজ বিপ্লব, সমাজ পরিবর্তনের অনন্য সুধাধারা বেরিয়ে আসবে এবং এটিই হচ্ছে Charismatic মানুষের অনন্য গুণাবলি। অনেকেই ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পড়াশুনা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তারা হয়তো জানেন না বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকে তাঁদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে বড় হয়েছেন। তাইতো তিনি লিখতে পেরেছিলেন *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। আবার তাঁর ব্যাগের মধ্যে সবসময় পত্রিকার একটি কাটিং থাকতো বা কিছু বই থাকতো। বঙ্গবন্ধু কারাগারে রাখা চটুল বইয়ের সমালোচনা করেছেন। কারাগারে যারা থাকে তারা কি একাডেমিক বইগুলো পড়তে পারে না! বঙ্গবন্ধু কারাগারে নানা বই পড়েছেন, জেনেছেন। বই পড়তেন বলেই বঙ্গবন্ধু পুরো বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। আজকে যারা মাঝে মাঝে না বুঝে তাঁর সমালোচনা করেন তারা বঙ্গবন্ধুর বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেরাই ধারণা রাখেন না। তাদের নিজস্ব অজ্ঞতা থেকে বঙ্গবন্ধুর বিশালতাকে ধারণ করা বা বোঝার ন্যূনতম শক্তি নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের প্রতি আমাদের করুণামিশ্রিত অভিব্যক্তি এই যে, এ অজ্ঞতার মধ্যে থেকে তারা এক মহান মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখায়।"

প্রবন্ধ উপস্থাপকের ভাষায়, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির মহানায়ক। তিনি রাষ্ট্রের একটি সংবিধান তৈরি করলেন। তারপরেও নিজ দল, নিজ সমাজের ভেতরে যখন তিনি দেখলেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বা কোথাও কোথাও একটি অব্যবস্থার দিকে যেতে শুরু করেছে; তখন রাষ্ট্র শাসক হিসেবে, মানুষের সেবক হিসেবে তিনি তা আত্মস্থ করলেন এবং প্রকাশ্য উচ্চারণ করলেন - 'প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আমি ভেঙে দিব, এই কাঠামো আমি ভাঙবো' এবং এজন্য সামরিক শাসন, সামরিক ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্র থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী কাউকে তিনি ছাড়েননি। স্পষ্ট করে বলেছেন কোথায় কোথায় এর দুর্বলতা। এমনকি ছাত্রদের ফেলের সংখ্যা বেশি সেটিও তার নজরে এসেছে। সেটি কি শিক্ষার্থীর দোষ নাকি শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষাদানের দুর্বলতা তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সামরিক বাহিনীকে তিনি স্পষ্ট করে মজুরের সঙ্গে, শ্রমিকের সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে বলেছেন। রিকসাওয়ালা লোকদের তিনি সম্মান করতে বলেছেন। এসব সাহসী উচ্চারণ শুধু একজন পিতাই করতে পারেন। এবং বঙ্গবন্ধু তাই করেছেন। কিন্তু কোন কোন শক্তির এসব কঠিন উচ্চারণ হয়তো পছন্দ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর শোষিতের পক্ষে অবস্থান এবং তার দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি যেখানে তিনি শোষিতের পক্ষে নিজের অবস্থান বলে থামেন নি, বরং তিনি তাঁর সমাজ গড়ার জন্য স্পষ্টভাবে একটি মাত্র শব্দ 'শোষিতের গণতন্ত্র' উচ্চারণ করেছেন। 'শোষিতের গণতন্ত্র' আর কিছু নয়, নতুন একটি সমাজব্যবস্থার ডাক এবং এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশকে পুনর্গঠন অথবা দক্ষিণ এশিয়া নয়, পুরো বিশ্বের জন্য ছিল একটি আহ্বান। বঙ্গবন্ধু থাকলে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা নতুন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পেতাম। বঙ্গবন্ধু হতেন তার প্রবর্তক। কিন্তু বিশ্বব্যবস্থার পুঁজিবাদীরা এটি পছন্দ করেনি। সেদিন পরাজিত পাকিস্তানও তা পছন্দ করেনি, যে পাকিস্তানের সৈন্যদেরকে বঙ্গবন্ধু গেরিলা যোদ্ধাদের

সামনে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করেছিলেন। পাকিস্তানি সশস্ত্র এবং সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করে বঙ্গবন্ধু বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। বাঙালির লাল সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিশোধপরায়ণ পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর বিপুল যে জনসমর্থন, তাঁর যে Charismatic গুণাবলি, তার কাছে পরাজিত হয়ে অন্ধকারের পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই অন্ধকারের পথে এই বাংলাদেশের কিছু সন্তান যাদেরকে মনুষ্য গোষ্ঠীর মধ্যে নয় বরং পিচাশের মধ্যে ফেলা উচিত, তারা সেই পরিকল্পনার সঙ্গে হাত মেলালেন। শুধুমাত্র ক্ষমতা গ্রহণের জন্য নয়, মূলত তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মনে প্রাণে চায়নি বলেই তারা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এ সপরিবার হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মাহুতি ২ লক্ষ মা-বোনের যে নির্যাতন সয়ে যাওয়া তার মধ্যে যে বিকাশ সেই বিকাশকে এবং রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ প্রাপ্তি সেটাকে স্তব্ধ করার পরিকল্পনা হলো। স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেই পরিকল্পনাটি হয়েছে প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিস্থাপিত করা হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে, গণতন্ত্রের বদলে সামরিক শাসন ও অগণতান্ত্রিক পথ দিয়ে। একটি নতুন শ্রেণি এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন। অথচ ২১টি বছর ধরে গণতন্ত্রের ৪টি স্তম্ভকে একে একে ধ্বংস করে বাংলাদেশ বিলীন করার প্রচারে ব্যস্ত ছিলাম আমরা। হত্যাকারীরা আসলে হয়তো তা জানতেন অথবা জানতেন না। কিন্তু হত্যাকারীদের দূরদর্শনে নিশ্চয়ই সেটি আসেনি। Charismatic leader কেমন করে ফিরে আসে! পৃথিবীর ইতিহাস বলে ব্যক্তির শারীরিক প্রস্থান হলেও তার যে ভাবাদর্শ Routinization of Charisma-র মধ্য দিয়ে তা ফিরে আসে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্রের Leader জানেন তাঁরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন না। তাই তাঁরা স্বপ্ন দেখেন Charismatic leader হওয়ার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওবামা প্রশাসন হোক অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্প হোক অথবা আজকের বড় বড় নেতা যারাই হোক না কেন তাঁরা বড়জোর Leader হতে পেরেছেন। অথচ বঙ্গবন্ধু সেই Charismatic leader যার কাছে Routinization of Charisma-র মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ফিরে যেতে থাকে এবং তিনি সমসাময়িক আদর্শিক ভাবধারা তৈরি করেন। Charismatic leader সেটি ধর্মের বেলায় হোক, রাজনীতির বেলায় হোক সেখানে ফিরে গেলে কিন্তু ধর্মচর্চা, রাজনীতিচর্চা, গণতন্ত্রচর্চা হয়, কেননা ঐ রকম গুণধর মানুষের জন্ম যুগে যুগে, শতাব্দীতে, সহস্রাব্দে খুব যৎসামান্যই হয়। বঙ্গবন্ধু তেমনই বিরল নেতা বলেই তিনি Routinization of Charisma-র মাধ্যমে ফিরে এসেছেন। তাহলে বঙ্গবন্ধুর শারীরিক প্রস্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর মতো Charismatic leader কে যে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সফল হয়েছে, নাকি বঙ্গবন্ধু আরো বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন! মূলত বঙ্গবন্ধু আরো অনেক বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং পৃথিবী যত বেশি আধুনিক হবে, বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে যত বেশি ধাবিত হবে, বঙ্গবন্ধু ততোবেশি প্রাসঙ্গিক, ততোবেশি আবশ্যিক হয়ে উঠবেন এবং আমাদের মধ্যে এই Routinization of Charisma-র মাধ্যমে ফিরে আসবেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, তাই ১৫ই আগস্টের হত্যায় বঙ্গবন্ধুকে স্তব্ধ করা যায়নি। তাঁর শোককে আমরা শক্তিতে পরিণত করেছি। কেননা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি ১৮ মিনিটের ভাষণে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, ৩২ নম্বরে ফিরে যে অভিব্যক্তি

দিয়েছেন, ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন, বাঙালি তাই করেছে। বাঙালি তাঁর কথামতো নির্দেশ পালন করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে এবং একটি স্বাধীন সত্তা নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা সেদিন প্রবাসে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু তারপরও বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কতবার হত্যার চেষ্টা করা হলো। ২১শে আগস্টে কী ঘটেছিল? এটি তো আর কিছু না। বঙ্গবন্ধুর শেষ রক্ত বিন্দুকেও নিঃশেষ করে দেওয়া, ধ্বংস করে দেওয়া, তাকে হত্যা করা। স্পষ্ট বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর রক্ত, তাঁর রক্তের উত্তরাধিকারী পৃথিবীতে থাকতে পারবে না-সেটিই ছিল অপশক্তির পরিকল্পনা। কিন্তু তারপরও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে কি হত্যা করা গেছে? নাকি ২১শে আগস্টের ঘটনার পর আজ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত জাতির পিতার তীর্থভূমিতে মানুষের উচ্চ হারে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে? অভ্যাস, সংস্কৃতি, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আমাদের ইতিহাস শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হচ্ছে। বস্তুত, বঙ্গবন্ধু আরো স্পষ্ট হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন প্রতিনিয়ত। তাঁকে স্তব্ধ করা এত সহজ হলে পাকিস্তানি সামরিক শাসনই সেটা করতে পারতো। বঙ্গবন্ধুকে স্তব্ধ করা সহজ হলে তখন সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই করতে পারতো। পরাশক্তি চীনও করতে পারতো, কিন্তু কেউ পারেনি। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর শক্তি আমাদের মাঝে ফিরে আসে তখন, তাঁর কন্যা যখন দেশের বাইরে থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশ পুনঃনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের গর্বের পদ্মাসেতু স্বাধীন সত্তায় গড়া। এটিতো শুধুমাত্র একটি সেতু নয়। বঙ্গবন্ধু সেতু হওয়ার পর মানুষের স্রোত বেড়েছে, টুঙ্গিপাড়ায় আজ মানুষের ঢল নামে। এখন বিবেচনার সময়, বিশ্বব্যাংক আসলে শুধু আর্থিক বিষয়ই ভেবেছে নাকি তাদের মাথায় এটিও ছিল যেটি ৭৫-এ খুনিদের মাথায় ছিল। পদ্মা সেতু হলে টুঙ্গিপাড়ায় নতুন কোন শক্তিধর তীক্ষ্ম হয়ে উঠুক কুশিলবরা মনে হয় সেটি অনুভব করতে পেরেছে। তাই পদ্মা সেতু তৈরিতে বিশ্ব ব্যাংকের নানা শর্ত এবং অজুহাত ছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করিয়ে বিশ্ব ব্যাংককে দেখিয়ে দিয়েছেন যে 'আমরা পারি'। আজকে গোপালগঞ্জে মানুষের ঠাঁই দেয়া যায় না এবং সেখানে কেউ কাউকে ডেকে নেয় না। সবাই নিজের আগ্রহে সেখানে ভ্রমণে যায়, শ্রদ্ধায় যায়, জাতির পিতার প্রতি আমাদের যে ঋণ- সে কারণে যায়। যারা ৭৫-এ প্রতিবাদ করতে পারেনি, যাদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই শোক বুকে নিয়ে যায়। পিতার কাছে যায় বাংলাদেশের জমিন বুঝতে। এমন করে আমাদের আগামী প্রজন্মের প্রতিটি সন্তান বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়ার কবর খুঁজতে থাকবে হত্যাকারীরা এটি জানতো না। মানুষ জানে বঙ্গবন্ধু কন্যার সঙ্গে কোথায় তার হৃদ্যতা, কোথায় তার ভালোবাসা। সব কিছু অর্থ দিয়ে মাপার বিষয় নয়। মানুষ জানে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর একজন কন্যা আছেন, যিনি আমাদের আসল আঁধার। কথিত আছে জাতির পিতা তাঁর সন্তানদের যেমন করে বড় করেছেন তার গভীরে রয়েছে দেশপ্রেম। আমরা এই শোককে শক্তিতে পরিণত করব। বঙ্গবন্ধুর কন্যা এবং তাঁর উত্তরাধিকার যারা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আত্মীয়ের, আত্মার এবং রক্তের ঋণে আবদ্ধের। যেদিন বাড়িটি রক্তাক্ত করা হয়েছিল, সেই শোক থেকে বাঙালি শক্তি সঞ্চয় করে বুকের উপর বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করেছে এবং সেটি আমাদের জীবন-মরণ সাধনা, স্বপ্ন, সংগ্রাম। বাংলাদেশ উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশে এক অনন্য উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুর কাজকর্ম,

চিন্তাধারা, ভাবাদর্শকে ধারণ ও লালন করে বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহারচর্চার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরিশেষে, সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপনার সমাপ্তি টানেন।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বাঙালি জাতির মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যাঁদেরকে আমরা ১৫ই আগস্ট হারিয়েছি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর কিশোরকালে যে শিক্ষা এবং আদর্শিক অবস্থা ছিল তা আমাদেরকে ঈর্ষার মধ্যে ফেলে দেয়, তার সুফল এবং শিক্ষাদর্শন পুরো সমাজটাকে পাল্টে ফেলে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা, আদর্শের বিবর্তন, মানবিকতা এবং চেতনা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তাঁকে হত্যার পর আমরা একটি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে, একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরি হয়েছে, তার জন্য আমি শিক্ষার্থীদের বলবো যে, নিজেদের সুনিশ্চিত এবং প্রগতিশীল করে তৈরি হতে হবে।" বিশেষ অতিথি আরো বলেন, গোপনে এদেশের অপশক্তি, পরাজিত শক্তি, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে, সে বিষয়গুলোতে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করছি, অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং নানান প্রতিকূলতা দেখছি, তারপরও সবার মাথায় রাখা দরকার যে অপসংস্কৃতি, অসহিষ্ণু ও উগ্রবাদী গোষ্ঠী যেন কোন অপব্যাখ্যা দিতে না পারে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ক্রমান্বয়ে সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই তিনি ২১শে আগস্ট-এ গ্রেনেড হামলার ভয়াল থাবায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, যাঁরা আহত হয়েছেন এবং যাঁরা এখনও তাদের সারা দেহে সেই দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁদেরকে স্মরণ করেন। শ্রদ্ধা জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। আরো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের, আত্মত্যাগকারী শহিদদের এবং দুই লক্ষ ধর্ষিতা মা-বোনদের প্রতি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রবন্ধ উপস্থাপককে তাঁর অনন্য সুন্দর ও অসাধারণ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। মানুষের প্রতি অগাধ-অপার ভালোবাসা কী করে একটি সত্তাকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরি করা যায়, তার জন্য যে স্বকীয়তা প্রয়োজন এরকম একজন ব্যক্তিকে বিজয়ের পর সপরিবার হত্যা করা হলো, কেন হত্যা করা হলো, কারা হত্যা করলো ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশদভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপককে অভিবাদন জানান।

বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমার কাছে যেটা সবসময় মনে হয়, খুনী বা হত্যাকারী যারা তাদেরকে দেশি ও আন্তর্জাতিক শক্তি পরিচালনা করেছে। এদের কিছু

সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল, এবং দেশের বাইরে থেকে আরো অনেকে তাদের সাথে যুক্ত ছিল। এমন একটি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য তারা প্রেক্ষাপটও তৈরি করেছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে এভাবে কাউকে শেষ করা যায় না। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধানই নন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের নেতা। যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যেত না, বঙ্গবন্ধু তাদের কণ্ঠস্বর হয়েছেন। যেখানেই মানুষ নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়েছে সেখানেই অধিকারের জন্য কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন বহির্বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশকে চিনতো না, চিনতো শুধু শেখ মুজিবকে। সেইসময় থেকে শেখ মুজিব মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সবসময় শোষিত মানুষের কথা, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মতো মনে করা, তাদেরকে হৃদয়ে স্থান দেয়া, তাদের স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মানসপটে বড় নেতা হতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের বক্তব্যের মাধ্যমে একেবারে নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে উদ্বুদ্ধ করা, বিশ্বের বুকে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া ছিল একটি অবিস্মরণীয় ও বিরল ঘটনা। সে কারণে অপশক্তি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবসময় ভীত ছিল। তাই তারা বারবার তাঁকে ঠেকাতে চেয়েছিল, বারবার তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। এত কিছুর পরও বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি জাতিরাষ্ট্র দিলেন। এই বাংলাদেশ সত্যি সত্যিই একটি অসাম্প্রদায়িক এবং কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র হতো, যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বাংলাদেশেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার যেভাবে হত্যা করা হলো তা বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। অপশক্তিরা বঙ্গবন্ধুকে নির্বংশ করতে চেয়েছিল। তাইতো শুধু ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি নয়, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তাঁদেরকেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নির্বংশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বেঁচে যাওয়ার ফলে আজকের বাংলাদেশ যে অবস্থায় উপনিত হয়েছে তা বঙ্গবন্ধুর আদর্শেরই পুনরুজ্জীবন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর আলোচনায় আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ দিলেন, যিনি সারা জীবন সংগ্রাম করলেন, তাঁর রাজনীতি নিয়ে, দেশ শাসন পদ্ধতি নিয়ে কারো কারো আপত্তি থাকতেই পারে। তাই বলে তাঁর পরিবারসহ তাঁকে এভাবে হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণ ছিল কল্যাণমুখী। তিনি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ছিল দেশপ্রেমের, মানুষের প্রতি ভালবাসার এবং মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার। ঐতিহ্যের কারণে, সত্যের কারণে মানুষ সেসব সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছিল। তাইতো প্রবন্ধকারের ভাষায় Charismatic leader হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করা যায়। বঙ্গবন্ধুকে শারীরিক ভাবে হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু তাঁর আদর্শকে কখনো মেরে ফেলা যায়নি। ঘাতকেরা তাঁর নাম-গন্ধ ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজও তিনি বাঙালির হৃদয়ে একই মর্যদায় অধিষ্ঠিত আছেন। তাইতো আজকের টুঙ্গিপাড়া বিপুল মানুষের সমাগমে মুখরিত। পদ্মা সেতুর কারণে টুঙ্গিপাড়ায় এখন মানুষের ঢল নেমেছে। যতদিন বাঙালির মাঝে মায়া থাকবে, আশা থাকবে, ততদিন শেখ মুজিব থাকবে-এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যত্যয় করে তিনি সেমিনারের সভাপতি এবং অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারের সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. তাঁর চমৎকার বক্তব্যে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর এবং বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদসহ সার্বিক বিষয় তুলে ধরেছেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে সেমিনারে উপস্থিত থেকে সেমিনারের সবাইকে কৃতার্থ করার জন্য প্রধান অতিথিকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করার জন্য সভাপতি মহোদয় তাঁকেও অভিবাদন জানান। এরপর তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কে তাঁর চমৎকার প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপক বঙ্গবন্ধুর জয়গান, বাংলাদেশের জয়গান, বাঙালির জাতীয়তাবাদ-ইত্যাদি অত্যন্ত চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "প্রবন্ধ আলোচকের কথা আমরা যখন শুনছিলাম তখন মনে হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু কবিতার মধ্য দিয়ে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর কথা আমরা কবিতার আকারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। তবে এর মধ্যে আবেগ যেমন ছিল, যুক্তিও তেমন ছিল, তথ্যও অনেক ছিল।" তিনি আরো বলেন, "আমার প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির যে গড় উচ্চতা আছে তার তুলনায় কায়িকভাবে বা শারীরিকভাবে অনেক উঁচু ছিলেন। হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, বঙ্গবন্ধু প্রায় ছয় ফিট উচ্চতার একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর এ উচ্চতার একটি তাৎপর্য আছে। তিনি শুধু শরীরের দিক থেকে উঁচু ছিলেন না, মনের দিক থেকেও অনেক বেশি উঁচু ছিলেন। কারণ হচ্ছে, তিনি বাঙালি জাতিকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীতে অনেক বাঙালি এসেছিল, অনেকেই এসেছেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু একমাত্র বাঙালি যিনি আমাদেরকে অনাগত বাঙালির ইতিহাস হিসেবে একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গিয়েছেন। আজ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সীমানা সংশ্লিষ্ট একটি মানচিত্র আছে, দেশের একটি জাতীয় সঙ্গীত আছে, একটি পতাকা আছে - এটা বঙ্গবন্ধুর অবদান। অথচ এই স্বাধীন দেশেই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে নারকীয় ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।"

সভাপতি প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের চিহ্নবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে Sign-এর বিষয়ে সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়। Sign হচ্ছে একটি চিহ্ন। Sign-এর দুটি অংশ; একটি হলো দ্যোতক, অপরটি দ্যোতিত। দ্যোতক মানে হচ্ছে signifier বা image আর দ্যোতিত হচ্ছে signified বা concept।

প্রতিটি শব্দই একটি চিহ্ন। সে হিসেবে 'বাংলাদেশ' একটি চিহ্ন। 'বাংলাদেশ' চিহ্নের দুটি অংশ- একটি image, অন্যটি concept। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানচিত্র একটা image বা signifier এবং বঙ্গবন্ধুর ছবি একটা concept বা signified। বিষয়টিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায় এভাবে–

Sign = $\frac{\text{Signifier/দ্যোতক}}{\text{Signified/দ্যোতিত}}$ = $\frac{\text{image}}{\text{concept}}$ =

বাংলাদেশ =

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের concept হচ্ছে বঙ্গবন্ধু।" সেমিনারে সভাপতি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রমেরও প্রশংসা করেন। তাঁর ভাষ্যমতে, "বঙ্গবন্ধু শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছেন- প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন, ইসলামি ফাউন্ডেশন তৈরি করেছেন, তিনি BRRI প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ স্থাপন করেছেন - যার সুফল আজ আমরা পাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে অনেক কিছু করে গিয়েছেন, অথচ তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করেছেন।" পরিশেষে, সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির, সংযুক্ত - সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব), আমাই এবং র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক, আমাই।

“১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান”

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর প্রকাশনা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত
এবং প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত